দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ 01 NOV 1989
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ২

এইচএসসি পরীক্ষার ফল

দেশের ৪টি মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ডের ১৯৮৯ সালের উচ্চ মাধ্যমিক (এইচএসসি) পরীক্ষার ফল গত সোমবার একযোগে প্রকাশিত হয়েছে। ৪টি বোর্ডে সর্বমোট ৩ লাখ ১৫ হাজার ৮শ' ৮৯ জন পরীক্ষার্থী অংশ নেয়। এর মধ্যে ৭৮ হাজার ৪শ' ৬২ জন উত্তীর্ণ হয়েছে। পাসের শতকরা হার ২৪ দশমিক ৮৪। তুলনামূলক বিচারে পাসের হার কুমিল্লা বোর্ডে সবচে' বেশী। এই বোর্ডে শতকরা ২৬ দশমিক ৮৮ ভাগ পরীক্ষার্থী পাস করেছে। এর পরেই রাজশাহী বোর্ডের স্থান। রাজশাহীর পাসের হার ২৬ দশমিক ৬৭ শতাংশ। আর ঢাকা বোর্ডে উত্তীর্ণ হয়েছে শতকরা ২৫ দশমিক ২৫ ভাগ ছাত্র-ছাত্রী। পাসের সর্বনিম্ন হার যশোর বোর্ডের। এই বোর্ডে সাকুল্যে পাস করেছে শতকরা ১৯ দশমিক ৪৭ ভাগ পরীক্ষার্থী।

একক বা সম্মিলিত কোনো বিশ্লেষণেই পাসের এই হার সন্তোষজনক নয়। বরং এই ফলাফলের মধ্য দিয়ে শিক্ষা ক্ষেত্রে এক নৈরাশ্যজনক পরিস্থিতির চিত্রই সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে। গত কয়েক বছরে পাসের হারের ক্ষেত্রে একটা সামঞ্জস্য লক্ষ্য করা গেছে। ১৯৮৮ সালের এইচএসসি পরীক্ষায় ৪ বোর্ডের গড় পাসের হার ছিল শতকরা ৪৩ দশমিক ২১ ভাগ। ১৯৮৭ সালে ছিল ৪৭ দশমিক ৪৭ ভাগ এবং ১৯৮৬ সালে ছিল ৫৭ দশমিক ২১ ভাগ। এবারের পাসের হারে একটা বড় রকমের বিপর্যয় ঘটে গেছে। এ বছরের পাসের হার বিগত ৩ বছরের গড় পাসের হারের অর্ধেকে নেমে এসেছে। আগের বছরগুলোর পাসের হারের সঙ্গে এবারের পাসের হারের এই বিরাট ব্যবধানে উদ্বিগ্ন না হয়ে পারা যায় না। পাসের এ নিম্ন হার সম্পর্কে শিক্ষামন্ত্রী বলেছেন, নকল প্রবণতা রোধে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণের ফলেই এবার পাসের হার আশংকাজনকভাবে কম হয়েছে। তিনি অকৃতকার্য ছাত্র-ছাত্রীদের জন্যে দুঃখ প্রকাশ করে নকলের ওপর নির্ভরশীল না হয়ে মেধা, জ্ঞান, প্রতিভার ওপর নির্ভরশীল হওয়ার উপদেশ দিয়েছেন। উল্লেখ আবশ্যক, আমাদের পরীক্ষাসমূহে নকল প্রবণতা মারাত্মক রূপ নিয়েছে। স্বাধীনতার পরে ব্যাপকভাবে, এই প্রবণতার শুরু এবং দুঃখজনকভাবে এখনও তা প্রবলভাবে বহমান। যে কোনো কারণেই হোক পরীক্ষায় অসদুপায় অবলম্বনের সুযোগ বর্তমান থাকার কারণে ছাত্র-ছাত্রীদের অধিকাংশই লেখাপড়া প্রায় ছেড়ে দিয়েছে। স্কুল-কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে লেখাপড়ার মানেও অকথ্য অবনতি নেমে এসেছে। লেখাপড়ার ব্যাপারে ছাত্র-ছাত্রীদের মত শিক্ষক সম্প্রদায়ের মধ্যেও এক ধরনের অনীহভাব সহজেই লক্ষ্যযোগ্য। এ অবস্থায় পাসের হারে অধঃগতি নেমে আসা বিস্ময়ের কিছু নয়। নকল প্রবণতা রোধের কারণেই যদি পাসের হারে এই ধস নেমে থাকে তাহলে স্বভাবতঃই এটা মেনে নিতে হয় যে, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে লেখাপড়া প্রায় বিদায় হয়ে গেছে এবং এ জন্যে শিক্ষক-শিক্ষার্থী যেমন দায়ী বর্তমান শিক্ষার সুষ্ঠু পরিবেশ, পরীক্ষা পদ্ধতি, পরীক্ষা অনুষ্ঠানের ব্যবস্থাপনাও কম দায়ী নয়।

প্রকাশিত এক রিপোর্ট থেকে ইতিমধ্যেই জানা গেছে, এবারের পাসের এই অধঃহার অভিভাবকমহলে ব্যাপক হতাশার সৃষ্টি করেছে। হতাশার কারণ অর্থনৈতিক। সংশ্লিষ্ট সূত্রের বরাত দিয়ে রিপোর্টে উল্লেখ করা হয়েছেঃ প্রতিবছর এসএসসি ও এইচএসসি পরীক্ষায় যে বিপুলসংখ্যক পরীক্ষার্থী ফেল করে তাতে অভিভাবক ও রাষ্ট্রের ক্ষতি হয় প্রায় একশ' কোটি টাকা। বলা বাহুল্য, এবছর এইচএসসি পরীক্ষায় পাসের হার পূর্ববর্তী বছরগুলোর তুলনায় অর্ধেকে নেমে আসায় অভিভাবক ও রাষ্ট্রের ক্ষতির পরিমাণ সঙ্গত কারণেই বৃদ্ধি পাবে। প্রশ্ন হলো, যে দেশের মানুষের অধিকাংশই গরীবের চেয়ে গরীব, যে দেশটি বিশ্বের দরিদ্রতম দেশগুলোর একটি এবং যার জনগণের শিক্ষার হার শতকরা ২৩ ভাগের বেশী নয় সেদেশে পরীক্ষার ফলাফলের এই চিত্রকে অনভিপ্রেত ও নিরাশব্যঞ্জক বললেও কম বলা হয়। এই পরিস্থিতি, এই ক্ষতি, এই অপচয় আদতেই চলতে পারে না এবং পারে না বলেই এ ব্যাপারে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করা আবশ্যক। আমরা মনে করি, নকল প্রবণতা রোধ, শিক্ষার সুষ্ঠু পরিবেশ প্রতিষ্ঠা, শিক্ষার মান বৃদ্ধি, পরীক্ষার পদ্ধতি ও ব্যবস্থাপনা পরিবর্তন না হলে পাসের হারের এই ক্রমাবনতি ঠেকানো সম্ভব নয়। পরিশেষে, এতো কিছুর পরই যারা এবারের পরীক্ষায় কৃতকার্য হয়েছে তাদেরকে আমরা অভিনন্দন এবং যারা ব্যর্থ হয়েছে তাদেরকে পুনরায় চেষ্টা করার অনুরোধ জানাই।